সমকাল | সোমবার ৮ আষাঢ় ১৪১৬ ২২ জুন ২০০৯

শারীরিক শিক্ষা

এম আজিজুর রহমান

নিবন্ধন প্রক্রিয়ার ত্রুটি দূর হোক

শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট এবং শারীরিক শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে নিবন্ধন নামক পরীক্ষা শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষ। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, উৎপাদনশীলতা, কর্মক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সংমিশ্রণে মানুষ রূপান্তরিত হয় মানবসম্পদে। উন্নতমানের মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা। শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এসব অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন খেলাধুলা ও শরীর গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহমর্মিতা ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গঠিত হয়। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির জন্য এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জন্মগতভাবে মানুষ বিনোদনপিপাসু। শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটে। আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রীড়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীড়া শিক্ষা ও ক্রীড়াঙ্গনে উন্নয়নকল্পে প্রয়োজন এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। শারীরিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নিবন্ধের জন্য প্রশ্নপদ্ধতি শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ক্রীড়া শিক্ষায় ইচ্ছুক প্রার্থীরা ক্রীড়া শিক্ষা ও বিপিএড ডিগ্রি অর্জনে ভীতসন্ত্রস্ত ও অপ্রত্যাশিতভাবে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। তারা কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে ক্রীড়া শিক্ষা অর্জন করবেন আবার নিবন্ধন পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ চাকরিও পাবেন না, এসব বিপরীতমুখী বিষয় হাতে হাত ধরে কখনোই একসঙ্গে চলতে পারে না। দেশে প্রায় ২ লাখ ক্রীড়া শিক্ষকের চাহিদা থাকলেও ক্রীড়া শিক্ষার কোনো প্রার্থী এখন নেই বললেই চলে। ক্রীড়া শিক্ষা আজ ধ্বংসের মুখে। ক্রীড়া শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের নিবন্ধন পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। খেলাধুলার উন্নতি করতে হলে স্কুল পর্যায়ে খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা করতে হলে প্রতিটি স্কুলে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা যথোপযুক্ত নয়। এখানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় অথচ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা আছে তা প্রাধান্য পায় না। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয়গুলো (অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। মূল বিষয় হলো, যিনি যে বিষয়ের শিক্ষক তিনি সে বিষয়ে পারদর্শী। অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিষয়ের ওপর কতটুকু দখল রয়েছে তা মুখ্য। তাই নিয়োগ পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৭০-৮০ শতাংশ রাখা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগে ইংরেজি বিষয়ে, গণিত শিক্ষক নিয়োগে গণিত বিষয়ে, সেরূপ শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগে শারীরিক শিক্ষার ওপর ৭০-৮০ শতাংশ প্রশ্ন থাকতে হবে। বাকি প্রশ্ন সাধারণ জ্ঞান হিসেবে মূল্যায়ন হতে পারে, তাহলে অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ে চাকরির সুযোগ পাবেন এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখে মনে হয় প্রশ্নকর্তারা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে অলরাউন্ডার খোঁজার চেষ্টা করেন। একজন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার যেমন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হতে পারেন না, আবার বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান না থাকলে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে। তাই শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিবন্ধন পদ্ধতি থেকে সরে এসে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান মূল্যায়নের চেষ্টা করা অধিকতর কার্যকর হবে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখ ৭ হাজার ৫৫৬টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২, রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৮২, নন-রেজিস্টার্ড, নন-গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০৬ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২ হাজার ৯৭টি। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আলাদা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ হাজার ৩৫৬টি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার ৯৯৮টি। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮ হাজার ৫০০, স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৬৩৮, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১ হাজার ১৭৫, দাখিল মাদ্রাসা ৬ হাজার ৬৮৫, আলিম মাদ্রাসা ১ হাজার ৩১৫টি। প্রতিটি স্কুলে একটি করে ক্রীড়া শিক্ষকের পদ রয়েছে। বিপুলসংখ্যক শূন্যপদ পূরণে সমসংখ্যক বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকের প্রয়োজন। এর বিপরীতে কম-বেশি ২৫ হাজার শিক্ষকের বিপিএড ডিগ্রি রয়েছে। তাই (১,০৭,৫৫৬-২৫,০০০)=৮২,৫৫৬টি শূন্যপদ পূরণের জন্য অবিলম্বে সমসংখ্যক বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকের প্রয়োজন।

ব্যানবেইসের ২০০৭ সালের তথ্য অনুযায়ী,

> দেশে প্রায় ২ লাখ ক্রীড়া শিক্ষকের চাহিদা থাকলেও ক্রীড়া শিক্ষার কোনো প্রার্থী এখন নেই বললেই চলে। ক্রীড়া শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের নিবন্ধন পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে

(http:/www.banbais.gov.db-bb) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাত্র ২৭টি বিপিএড কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ৪টি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৬৮৮ এবং বেসরকারি ২৩টি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২ হাজার ৭৩৪ জন। প্রতিটি কলেজে গড়পড়তা ছাত্রসংখ্যা ১২৬। আগেই বলা হয়েছে, স্কুল-কলেজগুলোতে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রায় ১ লাখ শূন্যপদ রয়েছে। এই শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি ২৭টি কলেজ যথার্থ নয়। যদি কলেজগুলোর মাধ্যমে এ বিশাল শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে এর জন্য ৩০ বছরের বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে, যা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। তাই অবিলম্বে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষক সংকটের একটি প্রধান কারণ হলো ক্রীড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের স্বল্পতা। আগেই বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধকতা হলো নিবন্ধন পরীক্ষা। শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জনে সাধারণ শিক্ষকদের ধাঁচে ক্রীড়া শিক্ষকদেরও ২০০ নম্বরের নিবন্ধন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। নিবন্ধন পরীক্ষায় পেশাভিত্তিক ও তত্ত্বীয় জ্ঞানে ১০০ নম্বর এবং সাধারণ জ্ঞানে ১০০ নম্বর বরাদ্দ আছে। কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, শারীরিক শিক্ষকদের পারদর্শী হতে হয় খেলাধুলায়। এ পারদর্শিতা প্রমাণের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা দরকার। কিন্তু নিবন্ধনে ব্যবহারিক পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মতো বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ বিষয়টি তাদের জন্য বিব্রতকর। খেলাধুলা তাদের জীবনের নেশা ও পেশা। জাতীয় পর্যায়ের অনেক সনদ ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খেলোয়াড় বিপিএড ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে পারছেন না। জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতো সব বিষয়ে তাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় না। কিন্তু ক্রীড়া শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ছাড় তো দেওয়া হয়ই না, উপরন্তু ব্যবহারিক বিষয় যা তার পেশার জন্য বিশেষ দরকার সে বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার বাড়তি বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিপিএড ডিগ্রি গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। তারা মনে করছে, ক্রীড়া শিক্ষায় নিয়োগ করে যদি কোনো চাকরি পাওয়া না যায় তাহলে তাদের অর্থ ও সময় দুটিরই অপচয় হয়। এজন্য দুটি ক্ষেত্রে সংশোধন অতি জরুরি। প্রথমত, বিপিএড সিলেবাসের সংস্কার করে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত, নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয়সূচির সংস্কার করা। এছাড়াও যতদিন পর্যন্ত বিপিএড সিলেবাসের সংস্কার করে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন পর্যন্ত বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের নিবন্ধন পরীক্ষার আওতাবহির্ভূত রাখতে হবে অথবা তাদের নিবন্ধন পরীক্ষার আওতায় রাখতে হলে শুধু পেশাভিত্তিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি শারীরিক শিক্ষকদের বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষার্থীরা বিপিএড ডিগ্রি অর্জনের ঝুঁকি নিতে অনীহা প্রকাশ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০০৫ সালের ব্যানবেইসের তথ্যানুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে রেজিস্টার্ড বিপিএড শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪০২ জন, ২০০৭ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮০০ জনে অর্থাৎ গত ৩ বছরে শতকরা ৭৬ ভাগ বিপিএড শিক্ষার্থী কমে গেছে। ২০০৮ সালে তা কমে কোথায় এসেছে তা আমাদের জানা নেই। অন্যান্য তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, অনতিবিলম্বে যদি নিবন্ধন পরীক্ষার সংস্কার বা বন্ধ করা না হয় তবে আগামী দু'বছরে বিপিএড শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থা সৃষ্টি হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রীড়া শিক্ষার অনুশীলন স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, যা সুস্থ জাতি গঠনের জন্য বিরাট অন্তরায়।

সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বিকাশ লাভ করে। সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয়ে মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। সুস্থ, কর্মক্ষম নাগরিক গঠনে শারীরিক শিক্ষার বিকল্প নেই। একদিকে শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট, অন্যদিকে নিবন্ধন নামক পরীক্ষা শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। এ অবস্থা চলতে থাকলে বর্তমানে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষকের যে সংকট রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে তা আরও প্রকট রূপ লাভ করবে এবং ভাবী জাতি গঠনে তা সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিষয়টির প্রতি সরকার ও সচেতন মহলের দৃষ্টি ফিরিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে বাস্তব উপযোগী করে তুলতে হবে। শারীরিক শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

■ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি